সাগরিকা

সুকুমার কুমার প্রযোজিত

এস, সি প্রোডাকসন্সের নিবেদন

—সাগরিকা—

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রগামী

চিত্র শিল্পী : বিজয় ঘোষ
শব্দ যন্ত্রী : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী

শিল্প নির্দ্দেশক : সুধীর খান
দৃশ্যসজ্জা : জগবন্ধু সাউ
রূপসজ্জা : বসির আমেদ
ব্যবস্থাপক :
অগ্রগামী

কাহিনী : নিতাই ভট্টাচার্য্য * সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়
গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, প্রণব রায় ও নিতাই ভট্টাচার্য্য।

সহকারীগণ :-

পরিচালনায় : অজিত গঙ্গোপাধ্যায় * সঙ্গীতে : উমাপতি শীল * চিত্রগ্রহণে : দিলীপ মুখার্জ্জী, বৈদ্যনাথ বসাক, অশোক দাস, গোপীনাথ রায় * শব্দগ্রহণে : শৈলেন পাল, ধীরেন কুণ্ডু * সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ • দৃশ্য সজ্জায় : সুকুমার দে * রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে * ব্যবস্থাপনায় : পটল সাহা * আলোক নিয়ন্ত্রণে : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, অমূল্য দাস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যুগান্তর পত্রিকা, মেসার্স হসপিট্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ, আরকেডিয়া, মেসার্স জাভা বেঙ্গল লাইন্স, মেসার্স কে, এল, এম রয়েল ডাচ এয়ার লাইন্স, মেসার্স হুমায়ুন থিয়েটার্স লিঃ, প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল
এবং ডাঃ পি, সি, ঘোষ, M.B., D.O., M.S. (London), ডাঃ গুরুদাস পাল, এম. বি., ডাঃ রণধীর মুখার্জ্জী, এম. বি., ডাঃ রমেন্দ্রনাথ বোস এম. বি., ডাঃ অনাথনাথ বোস এম. বি.

স্থিরচিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস * যন্ত্রসঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
চিত্র পরিস্ফুটনা : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ
ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশক : ডি-ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড

বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের গ্রন্থকীট ছাত্র হাউস সার্জ্জেন অরুণাংশু মৈত্র অস্থি-মেদ-মজ্জার জগতের বাইরে প্রথম আবিষ্কার কোরলো আর এক অজ্ঞাত জগত—সে জগত রূপ-রস-গন্ধময় ! বিস্ময়কর সে অজ্ঞাত জগতের সন্ধান দিলো সাগরিকা—ঐ কলেজেরই এক ছাত্রী, আপন স্বাতন্ত্র্যে স্বতন্ত্রা। নামের সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে কবি-কল্পনার অনুরণণ ! অরুণের কবি-সত্বা তার সামনে গেয়ে উঠতে চায়—
রেখোনা ভয় মনে, পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুল বনে !

কিন্তু সাগরিকা ভুল বুঝলো অরুণকে ! যে অরুণ নিদ্রাহীন বেদনায় তার অভিসারিকার কাছ থেকে আশা কোরেছিলো চরম আহ্বানের—তার কাছ থেকেই পেলো জীবনের চরমতম আঘাত।

সারা জীবনের স্বপ্ন আর সাধনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো চোখের সামনে ! এ আঘাতের রূঢ়তায় সাগরিকা নিজেই স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়ে বলে—
আপনার যে এতখানি ক্ষতি হবে তা আমি ভাবতে পারিনি !

ভাঙা ভাগ্য নিয়ে অরুণ গ'ড়ে তুলতে চায় নিজের জীবনকে নতুন কোরে.... বিলেতে গিয়ে ডাক্তারী পড়া তার জীবনের ব্রত—সে ব্রতকে সফল কোরতে বাধ্য হ'য়ে সে রাজী হয় তার গ্রামের জমিদার কন্যা বাসন্তিকাকে বিবাহ কোরতে !

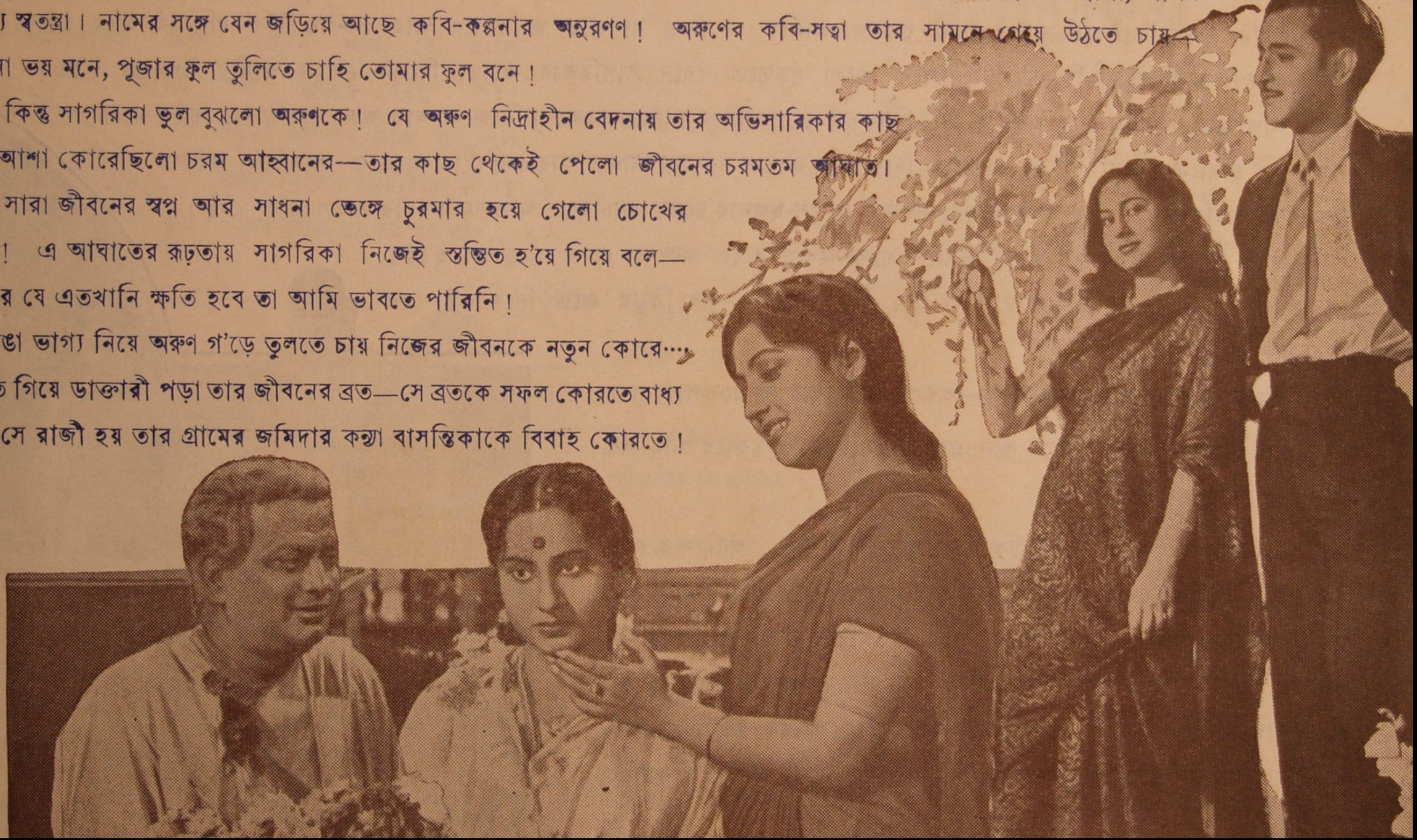

ভাবী শ্বশুরের অর্থে সব কিছুকে পেছনে ফেলে সে পাড়ি দেয় দূর ইংলণ্ডে! একি তার নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে যাওয়া? হয়তো বা তাই!

সাগরিকা ভাবে—যে আঘাতের বদলে আঘাত ফিরিয়ে না দিয়ে নীরবে সহ্য করে, সে যে কতখানি আঘাত দেয়! হয়তো মনে মনে আশা করে একদিন ক্ষমা চাইবার আর পাবার সুযোগ আসবে! কিন্তু বাসন্তীর আবির্ভাবে তার সে-স্বপ্ন বুঝি ধূলিসাৎ হ'য়ে গেলো!

অরুণের ভাবী বধূ বাসন্তিকা, গ্রাম থেকে এলো খুড়তুতো বোন সাগরিকার কাছে, বিলেত ফেরত স্বামীর উপযুক্তা হ'তে!

অশিক্ষিতা বাসন্তির হ'য়ে অরুণকে চিঠি লিখতে গিয়ে সাগরিকা হারিয়ে ফেললো নিজেকে আর অরুণ বাসন্তিকার চিঠির মধ্যে পেলো সেই হারানো মানসী প্রতিমা, যে তাকে দিয়েছিলো জীবনে চরমতম আনন্দ আর বেদনা!....অজ্ঞাতে সাগরিকা জড়িয়ে পড়ে এক ছলনার মধ্যে! যখন সজাগ হয়, তখন দেখে সে-ছলনার দুর্ভেদ্য প্রাচীরকে অতিক্রম করবার সাহস তার নেই!

এমনি সময় দুঃস্বপ্নের মত খবর আসে—এ্যাক্সিডেণ্ট হ'য়ে অরুণের চোখ গেছে অন্ধ হ'য়ে; ফিরে আসছে সে দেশে! এ সংবাদে পাথর হয়ে যায় সাগরিকা—সব কিছুর জন্যে নিজেকেই যেন দোষী মনে করে!

বাপের আদুরে মেয়ে বাসন্তী বলে—অন্ধকে আমি বিয়ে কোরতে পারবোনা!

সায় দিয়ে বাপ বলে—জেনে শুনে একমাত্র মেয়েকে কি কোরে আর অন্ধ ছেলের হাতে তুলে দিই।

সাগরিকার কোন যুক্তিই টিকলোনা তাদের কাছে! ক্ষণিকের জন্যে ভয় পায় সাগরিকা, ভাবে আজ কি তার জীবনে এলো সেই চরম আহ্বান—সে কি পারবেনা আজ সাড়া দিতে? সমস্ত জীবন দিয়ে তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার এ সুযোগ কি সে আজ অবহেলা কোরবে?........অরুণ সাগরিকাকে তো ক্ষমা কোরতে নাও পারে? তখন সে লজ্জা সহ্য কোরবে কেমন কোরে? তার চেয়ে বাসন্তী পরিচয়ের ছলনার মধ্যে নিজেকে সঁপে অরুণের বিড়ম্বিত জীবনের তৃতীয় নয়ন হবার সৌভাগ্য লাভ করাই অনেক গৌরবের নয়কি?

গুটিপোকা জাল বোনে—আর সে জালে নিজেই দম আটকে মরে যায়! সাগরিকা ছলনার জাল বুনে চলে তার নিজের চারিদিকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত...

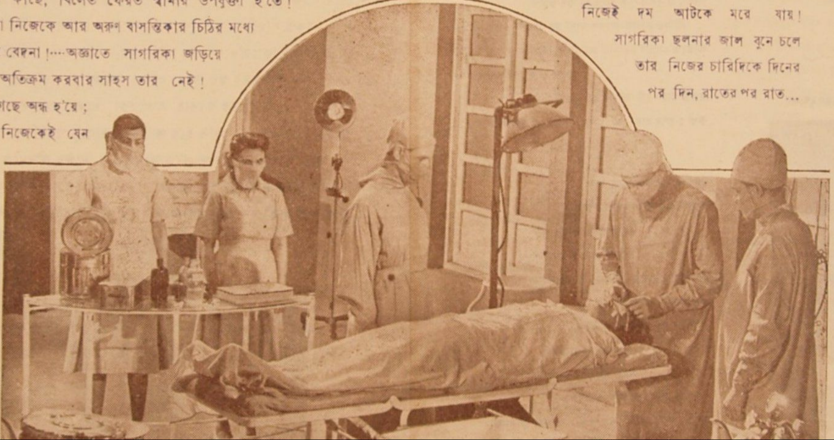

সঙ্গীতাংশ

(১)

আমরা মেডিকেল কলেজে পড়ি—
এ্যানাটমি, প্যাথোলজি, মেডিসিন, সার্জ্জারি
আরো কত ঝুড়ি ঝুড়ি নাম আছে আহা মরি।
কার্ডিওলজি, হেমাটোলজি, ফিজিওলজি,
আরো কত লজি;
কিছু তার বুঝি আর কিছু নাহি বুঝি।
ব্যধি ও বালাই আমাদের ডরে
পালাই পালাই করে—
মড়া কেটে কেটে পাকাই যে হাত আমরা,
হাড়গোড় সব মেরামত করি
সেলাই যে করি চামড়া।
কারো দেহ খুঁড়ি কাটি আর ছিঁড়ি
কারো পেট চিরে কাটি নাড়ি ভুঁড়ি।
আমাদের চিরসাথী কাঁচি আর ছুরি
যমের দন্ত ভেঙ্গে শুধু যে বড়াই করি।

কথা: নিতাই ভট্টাচার্য্য * কোরাস কণ্ঠ: উৎপলা সেন, সুপ্রীতি ঘোষ, সতীনাথ মুখার্জ্জী, দ্বিজেন মুখার্জ্জী, দেবু চ্যাটার্জ্জী, বিনয় অধিকারী

(২)

আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে
সাত সাগর আর তের নদীর পারে—
ময়ূরপঙ্খী ভিড়িয়ে দিয়ে সেথা
দেখে এলেম তারে!
সে এক রূপকথারই দেশ—
ফাগুন যেথা হয়না কভু শেষ
তারারই ফুল পাপড়ি ঝরায়
যেথায় পথের ধারে।
সেই রূপ কথাটির দেশে
যে রঙ আমি কুড়িয়ে পেলাম প্রাণে
সুর হয়ে তাই ঝরে আমার গানে!
তাই খুসীর সীমা নাই—
বুঝি বাতাসে তার মধুর ছোঁয়া পাই
জানিনা আজ হৃদয় কোথায়
হারাই বারে বারে।

কথা:-গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠ:-শ্যামল মিত্র

(৩)

এইতো আমার প্রথম ফাগুনবেলা
কেন তবে ঐ আকাশের নীলে
শ্রাবন মেঘের খেলা !

আমিতো জানিনি আগে
দখিনার গানে পাখীর কুজনে
ব্যথা ভরা সুর জাগে—
সাজান হলনা ফুলের বাসর
ভাঙ্গিল ফুলের মেলা ॥

ওগো প্রেমের রাখাল, কাঁদে কেন তব বাঁশী
চাওনাকি তবে একবার আমি হাসি !
আমিতো পাবনা ক্ষমা—
ভুল করি শুধু এ জীবনে আমি
আঁধারে হারালো এ-পথ আমার—
পাথেয় যে অবহেলা ॥

কথা :-গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার * কণ্ঠ :-সন্ধ্যা মুখার্জ্জী

(৪)

স্বপ্নভরা দিনগুলি মোর যায় ভেসে
(যেথা) চাওয়ার শেষে মধুর পাওয়া সেই দেশে !
(যেথা) জীবন বীণায় বসন্তেরই সুর জাগে
আঁখির তারায় আবেশ মাখা রঙ লাগে
আজকে সেথায় তোমায় আমায় হারিয়ে
যেতে নেই মানা—
একটি গানে দুটি প্রাণের সুর মেশে ॥

কথা :-প্রণব রায় * কণ্ঠ :-আল্পনা ব্যানার্জ্জী

(৫)

হৃদয় আমার সুন্দর তব পায়
বকুলের মত ঝরিয়া মরিতে চায়
মোর মনের কামনাগুলি
ওঠে মণিহার হ'য়ে দুলি'—
সে মালা গোপনে তোমারে শুধু জড়ায় !
হৃদয় আমার সূর্য্যমুখীর মত
মুখপানে তব চেয়ে রয় অবিরত।
ভীরু ভালোবাসা মম
জ্বলে প্রদীপের শিখা সম
নিজেরে দহিয়া তব মুখ উজলায় ॥

কথা :-প্রণব রায় * কণ্ঠ :-আল্পনা ব্যানার্জ্জী

(৬)

তব বিজয় মুকুট আজকে দেখি
সূর্য্যরাগে ঝলমল—
তব দুঃখ ব্যথার মৃনাল কাঁটায়
ফুটলো সুখের শতদল !
এগিয়ে চলুক তব জয় রথ
প্রসন্ন হোক সাধনার পথ—
তব শুভ্র ললাট গৌরবেতে
হোকনা আরো উজ্জ্বল ॥
অনেক পূজার অঞ্জলি আজ
তব সিংহাসনের তলে—
সেথা একটি প্রণাম লুকিয়ে আছে
নীরব প্রেমের ছলে !
মৌন প্রাণের এই নিবেদন
থাকনা গোপন সারা জীবন—
তুমি নাই জানিলে কার চোখে আজ
আনন্দেরই আঁখিজল ॥

কথা :-প্রণব রায় * কণ্ঠ :-সন্ধ্যা মুখার্জ্জী

(৭)

এ মধুরাত শুধু ফুল পাপিয়ার—
এ মায়ারাত শুধু তোমার আমার !
মায়াবী চাঁদের সনে
চামেলী জাগিছে বনে—
ফাগুন খুলিয়া দিল প্রাণের দুয়ার !
দুটি হিয়া চুপি চুপি
এলো কাছাকাছি—
প্রেম বলে দুজনার মাঝে আমি আছি !
হৃদয়ের এই চাওয়া
নিবিড় করিয়া পাওয়া
এ জীবনে কোনোদিন নহে ভুলিবার ॥

কথা :—প্রণব রায়
কণ্ঠ :—সন্ধ্যা মুখার্জ্জী

(৮)

পাখী জানে ফুল কেন ফোটেগো
ফুল জানে পাখী কেন গান গায়—
রাত জানে চাঁদ কেন ওঠে গো
চাঁদ জানে রাত কার পানে চায় !
সুর আসে তাই বুঝি বাঁশীতে
মন চায় সেই সুরে হাসিতে—
নদী চায় সাগরে যে মিশিতে
সাগর নদীরে তাই কাছে পায় ॥
কেন তবে ওঠে ঝড় হায় হায়গো
খেলাঘর কেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়গো !
সীমার বাঁধনে আমায় বাঁধিতে চাও
যত ব্যথা মোর নীরবে সহিতে দাও
ধূলির যা আছে ধূলিতেই থাক পড়ে—
ঝরা মালা শুধু রেখে গেনু তব পায় ॥

কথা :-গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠ :-সন্ধ্যা মুখার্জ্জী

সাগরিকা'র রূপায়নে :

★ উত্তম কুমার : সুচিত্রা সেন ★

জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, জীবেন বোস
নীতীশ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, সলিল দত্ত, অনুপকুমার
যমুনা সিংহ, নমিতা সিংহ, তপতী ঘোষ

চন্দ্রশেখর, গোপাল দে, মাঃ বুলু, বলাই আঢ্য (এ্যাঃ) অমল ভট্টাচার্য্য
বাদল ভট্টাচার্য্য, সুভাষ, সুনীল, সৌরেন, রবীন, ধূর্জ্জটি, ধীরেন
অশোক, দেব কুমার, সাতকড়ি

মঞ্জুশ্রী ঘটক, সবিতা ভট্টাচার্য্য, হেমবতী
ও আরও অনেকে.........

ডি ল্যুক্সের পরবর্ত্তী ছবি

দেবকীকুমার বসু পরিচালিত ও প্রযোজিত

রবীন্দ্রনাথের

চির কুমার সভা

● অহীন্দ্র ★ উত্তম ★ অনীতা গুহ ●

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ
(৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও জুবিলী প্রেস, (১৫৭এ,
ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) হইতে মুদ্রিত